R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
২২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা কার্ত্তিক, ১৪১৮।
১৯শে অক্টোবর ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

আর্থিক সংকটে জঙ্গিপুর হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালকে জেলার দ্বিতীয় মুখ্য হাসপাতাল এবং সেখানে সি.এম.ও.এইচ. এর পোষ্ট চালুর কথা প্রচারে এলেও বর্ত্তমানে হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সব দিক দিয়ে ভেঙে পড়েছে। রোগীর চাপ সামলাতে ৪টি থেকে ৬টি ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে এখানে। আউটডোরে ৯০০ থেকে ১০০০ রোগীর ভিড় হচ্ছে প্রতিদিন। এখন হাসপাতালে ৪০ জন জি.ডি.এ কর্মরত। অথচ ১৪০ জন থাকার কথা। সুইপার ১৬ জনের পরিবর্তে ৭ জন। টেকনিসিয়ানের পোষ্টে ৫ জনের জায়গায় ২ জন। টাকার অভাবে ওষুধপত্র, এক্সরে প্লেট, রক্ত পরীক্ষার কীট এবং ঐ সংক্রান্ত ওষুধপত্র কিছুই নেই। অন্যদিকে মাতৃযানের দৌলতে গর্ভবতীদের ভিড় লেবার রুম ছাপিয়ে যাচ্ছে। দৈনিক সেখানে ১৫০ থেকে ২০০ জনের প্রসব হচ্ছে। হাসপাতালের ভেতরের নিয়ম শৃংখলা ঠিক রাখতে ও যখন তখন ওয়ার্ডের মধ্যে বাইরের লোকজনের চলাচল রুখতে বহরমপুর সৈনিক বোর্ড থেকে ১৫ জনকে এখানে নিযুক্ত করা হয়। আর্থিক সংকটে তিন মাস ধরে তাদেরও বেতন হয়নি বলে খবর। এই সব প্রতিকূলতার মধ্যে এখানে ডাক্তারের সংখ্যা আশাজনক হলেও হাসপাতালের কাজে অবহেলা করে যেখানে সেখানে (শেষ পাতায়)

সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্ট চত্বর থেকে লক্ষাধিক টাকার মাছ পাচার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্ট চত্বর থেকে কর্তৃপক্ষের মদতে গত ২ অক্টোবর ষষ্ঠীর দিন রাতে লক্ষাধিক টাকার মাছ পাচার হয়েছে বলে খবর। অনুসন্ধানে জানা যায়, প্ল্যান্টের ভেতরে প্রায় ২০/২৫ বিঘা এলাকা জুড়ে নির্মিত রিজারভারে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভাগীরথী থেকে জল আনা হয়। জলের সঙ্গে পাইপ লাইন দিয়ে প্রচুর মাছ এসে ঐ রিজারভারে আশ্রয় নেয়। দীর্ঘ কয়েক বছরে ঐ সব মাছ বিশাল আকার নেয়। সর্বোচ্চ নাকি ২৫ কেজি ও সর্বনিম্ন ৭/৮ কেজি বলে অনেকে মন্তব্য করেন। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ঠিকাদারের মদতে পার্শ্ববর্তী কাবিলপুর থেকে দামোশ বিলের মাছ ধরা জাল এনে রিজারভার থেকে লক্ষাধিক টাকার মাছ ধরে লরি করে বিভিন্ন বাজারে বিক্রী করে দেয় বলে খবর। আরো জানা যায় – দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে ওখানকার দুটো রিক্রিয়েশন ক্লাবে ঐ মাছে ভুরিভোজনের এলাহি ব্যবস্থাও হয়। এতদিন প্ল্যান্ট চত্বর থেকে দায়িত্বশীল কর্মী ও সিকিউরিটি গার্ডদের মদতে লৌহজাতীয় মালপত্র ও কয়লা পাচার চলছিল। এবার নতুন সংযোজন – মাছ।

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় বিধর্মীদের হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির রামনগর গ্রামের প্রাচীন লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিমার নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় গত ১৫ অক্টোবর বিধর্মীরা হামলা চালায়। খবর, পূর্ব প্রথা মতো নিরঞ্জন শোভাযাত্রা গোপালপুর মোড় দিয়ে নিয়ে যাবার সময় কয়েকজন বিধর্মী যুবক সেখানে গণ্ডগোল পাকায়। দু'দলের সংঘর্ষে ইটের আঘাতে কয়েকজন জখম হয়। প্রতিমারও অঙ্গহানি ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে অবস্থা আয়ত্বে আনে ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। মিড-ডে-মিলে এক পড়ুয়াকে পচা ডিম দেয়া নিয়ে পুরানো বিবাদের জেরেই নাকি এই ঘটনা বলে অনেকে মন্তব্য করে।

পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর অন্নপূর্ণাতলার বাসিন্দা মদু পাত্রের ছোট ছেলে বিশ্বজিৎ (৩০) গত ৬ অক্টোবর ভোর রাতে এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। খবর, নবমীর রাতে কয়েকজন বন্ধুসহ মারুতি ড্রাইভ করে বহরমপুর যান দুর্গাঠাকুর দেখতে। সেখান থেকে ভোর রাতে (শেষ পাতায়)

ব্ল্যাড ডোনেশন ক্যাম্পে রক্ত গ্রহণকারীরা কেউ আসেননি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জিপার্ক এলাকার 'বেদুইন' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গত ১৬ অক্টোবর এক রক্ত গ্রহণ শিবির খোলে। সেখানে ৩৮ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দেন। ঐ সংস্থায় অন্যতম সদস্য প্রকাশ ঘোষ আক্ষেপের সঙ্গে জানান – যাদের আমরা সময়ে অসময়ে রক্ত দিয়েছি। এখানে না পেলে বহরমপুর থেকেও সংগ্রহ করে দিয়েছি, বার বার বলা সত্ত্বেও তাদের কেউই ক্যাম্পে আসেননি। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি। তাই ভবিষ্যতে এসব ব্যাপারে আমরা কিছুটা সচেতন হব বলে ঠিক করেছি।

বিড়ি বাঁধায়ের দর বাড়লেও কর্মীরা পাচ্ছেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত দুর্গা পুজোর আগে বিড়ি বাঁধাই এর হাজার প্রতি দর ৫০.০০ থেকে ৭৫.০০ টাকা চালু হয়। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের দফরপুর ও রাণীনগর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ গ্রামগুলোর শ্রমিকদের আগের মজুরী দিচ্ছে সেখানকার মুন্সীরা বলে অভিযোগ। এই নিয়ে বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৮

।। কোন্ পথে ? ।।

জঙ্গী হামলার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ যখন শঙ্কায় থর থর করিতেছে, জঙ্গীরা তখন তাহাদের 'অপারেশন'-এর তীব্রতা বাড়াইতে তৎপর হইতেছে। উন্নত বা উন্নয়নশীল যে কোনও দেশই আজ জঙ্গী ফোবিয়ায় ভুগিতেছে। কখন, কীভাবে যে জঙ্গীরা আক্রমণকে ছক কার্যকরী করিয়া জনজীবন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিবে, তাহা বলা যায় না। গোয়েন্দা রিপোর্ট সত্ত্বেও জনসাধারণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিবার পূর্বেই জঙ্গীরা অভাবিতভাবে তাহাদের কার্যসিদ্ধি করিতে সক্ষম হইতেছে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী এবং জনশক্তিতে সুসমৃদ্ধ আমেরিকা জঙ্গী আঘাতের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারই করিতে পারে নাই। জঙ্গী তথা সন্ত্রাসবাদী 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' তাহার সৃষ্টিকর্তাকেও আজ বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে।

ভারত অনেকদিন হইতেই সন্ত্রাসবাদীদের শিকার। জঙ্গী হামলার তীব্রতা এখানে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার সহিত একটি রাজনৈতিক বিষয় জড়িত রহিয়াছে। ভারত হইতে জম্মু-কাশ্মীরকে ছিনাইয়া লওয়ার প্রচেষ্টা প্রতিবেশী রাষ্ট্র চালাইয়া যাইতেছে। জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গী হানা অব্যাহত রহিয়াছে। সন্ত্রাসবাদী জঙ্গীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট ও জঙ্গীপনার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া এই রাজ্যের জনসমষ্টির সহিত মিশিয়া গিয়া প্ল্যানমাফিক হামলা করিয়া এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। জঙ্গীদিগকে এখানে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সুকঠিন হইতেছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্প মার খাওয়ায় এখানকার অর্থনৈতিক বনিয়াদ দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। খাটিয়া খাওয়া মানুষের দুরবস্থা বাড়িতেছে।

জঙ্গী অনুপ্রবেশ, বিস্ফোরণ, নরহত্যা এই সীমান্ত রাজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ও নির্বাধ। হত্যার কোনও বাছবিচার নাই। তীর্থযাত্রী, ছা-পোষা সাধারণ মানুষ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি – যাহাই হউক, কাহাকেও রেয়াত করা হয় না। জঙ্গীদের প্রশিক্ষণ এমন যে, তাহাদের আক্রমণের ছক ব্যর্থ হয় না বলিলেই চলে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত ভারতের সম্পর্ক উভয় রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন হইতেই ভাল নয়। ইদানীং এই সম্পর্কে যথেষ্ট চিড় ধরিয়াছে। ভারত-পাক সীমান্তে বরাবর উভয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী পরস্পরকে আক্রমণের জন্য অপেক্ষমান। জঙ্গীদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া দেশময় অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টিতে মদত দিয়া ভারতক্রমণের জন্য অপেক্ষমান। জঙ্গীদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া দেশময় অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টিতে মদত দিয়া ভারতকে আঘাত প্রদানের এক চক্রান্তে পাকিস্তান ইন্ধন জোগাইতেছে। জম্মু-কাশ্মীরকে যেন-তেন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে পাকিস্তান এবং অপরাপর কিছু শক্তিধর রাষ্ট্রের যথেষ্ট লাভ আছে। এক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি কোন্ পথে চলে, তাহাই দেখিবার আছে।

গ্রামবাংলার পথের গান 'পথের পাঁচালী'

মণি সেন

'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্রের জগতে মুক্তি পেয়েছিল আজ থেকে প্রায় ছাপান্ন বছর আগে। ১৯৫৫ সালের ২৫শে আগষ্ট। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর-সর্বজয়া-ইন্দিরা ঠাকরুণ-দুর্গা-অপু-মেজোঠাকরুণ-রাণী-নীলু-সতু-পটু-রাজু রায় - আতুরীঠাইনি-বিনি সকলেই জীবন্ত হয়ে ফিরে এল চলচ্চিত্রের পর্দায়। বাংলা চলচ্চিত্রে এক নূতন দিগন্তের সূচনা ঘটল। 'পথের পাঁচালী' বাংলা চলচ্চিত্রের এক মাইলস্টোন। প্রাত্যহিক জীবনের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে প্রকৃতির এক নিবিড় মেলবন্ধন। হরিহরের দারিদ্র, সর্বজয়ার জীবনসংগ্রাম, পল্লীবালা দুর্গার মরমী চিত্রণ, খেয়ালী অপুর বিচিত্র কল্পনা, অপু-দুর্গার রেলপথ আবিষ্কার, শারদোৎসবে গ্রামের আসরে অপুর রাত জেগে যাত্রা শোনা, বাঁশবনে নিজেকে রাজপুত্র সাজিয়ে সংলাপ উচ্চারণ সুন্দর ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে সত্যজিত রায়ের কুশলী পরিচালনায়। দুর্গার মৃত্যুদৃশ্য বড়ই বেদনাদায়ক। সবচেয়ে বেদনাদায়ক মুহূর্ত ঃ শারদোৎসবের প্রাক্কালে হরিহর বাড়ি ফিরে তাঁর ঝুলি থেকে এক মুখ হাসি নিয়ে সব জিনিসপত্র বের করছেন। গৃহস্থালীর কিছু সরঞ্জাম। লক্ষ্মীর পট। দুর্গার ডুরেপাড় শাড়ি বের করতেই সর্বজয়ার কান্নায় ভেঙে পড়া। সবশেষে সবকিছু বুঝতে পেরে 'দুর্গা' বলে বাবা হরিহরের মর্মভেদী চীৎকার। এই দৃশ্যায়নে সরোদের মরমী মূর্ছনা আমাদের চোখে জল এনে দেয়। পথের পাঁচালীর কোন ঘটনাই পরিচালকের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। গ্রাম বাংলার ছবি সুন্দরভাবে সেলুলয়েডে ধরা পড়েছে। গ্রন্থের আশি বৎসর, চলচ্চিত্রের ছাপান্ন বৎসর অতিক্রান্ত হলেও গ্রন্থটি আমাদের মনের পরতে পরতে মিশে গিয়েছে।

ঋতুচক্রের আবর্তনে এখন শরৎ। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা। গ্রাম বাংলায় আগমনী সুর। নদী-নালা-বিলের কোল ঘেঁসে সারবদ্ধ কাশ ফুল। আকাশে-বাতাসে-প্রকৃতির সর্বত্রই শারদোৎসবের সূচনার ছাপ। এখনও গ্রাম বাংলায় সরষের ক্ষেত চারিদিক হলুদ করে রাখে।

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ব্রীজের ওপর রাস্তা কবে হবে ?

রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মিয়াপুরে রেল লাইনের ওপর যানবাহন চলাচলের জন্য রেল দপ্তর নির্মিত ব্রীজটির কাজ ২ বছরের ওপর শেষ হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ ব্রীজের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরী করা হোল না। সেখান দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো পড়ুয়া, কৃষিজীবি, ব্যবসাদার, সরকারী কর্মচারী রঘুনাথগঞ্জ শহরে ঢুকছেন এবং কাজ শেষে ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে কি দূর্গতি তাদের হচ্ছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যানজটে পড়ে মানুষ দিশেহারা হয়ে দুর্ঘটনায় পড়ছেন নিত্য দিন। রাজ্য পূর্তদপ্তরের মন্ত্রী এখানে এসে কাজটি সম্পূর্ণ করার কথা বলে গেলেও এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

মিড-ডে-মিল

শীলভদ্র সান্যাল

আয়রে আয় খোকা খুকু
আয়রে ছুটে আয় !
মিড্-ডে-মিল খাবি যদি
সবাই ছুটে আয় !
থালা নিয়ে আয়
বাটি নিয়ে আয়
ওই চেয়ে দেখ সবাই কেমন
লাইন দিল ভাই !

ইস্কুলে হয় পড়া শোনা
শুনেছে কে কবে ?
বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর
আছেন কেন তবে !

কেমন মজা ভাই
পড়াশোনা নাই
পরীক্ষা পাশ করার যে আর
নেই তো কোনও দায় !

তাই তো বৃথা আর টেনশন
করেন না মা-বাবা।
স্যারেরা সব আড্ডা মারেন,
কিংবা খেলেন দাবা !
ঘন্টা প'ড়ে যায়
নেচে নেচে আয়
মিড-ডে-মিল খাবি যদি
সবাই ছুটে আয়।।

রাঙিগাইয়ের বাছুররা এখনও দল ছুট হয়। টেলিগ্রাফের তার আখের জমির পাশে। দূরে রেললাইন। দৃশ্য পটের কোন পরিবর্তন হয়নি। হয়তো এখনও অপু-দুর্গারা দৌড় লাগায় রেললাইন দেখতে। ট্রেনের ঝিক্ ঝিক শব্দ শুনতে।

গোবিন্দপুর হাই স্কুল প্রসঙ্গে

আপনার সংবাদপত্রের ২১.০৯.২০১১ চিঠিপত্রের কলামে প্রকাশিত মহঃ মুসার বিদ্বেষপূর্ণ কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি। হাজী মহঃ মুসা মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমার দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা জীবনের স্বচ্ছ ভাবমূর্ত্তি কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং বিদ্যালয়ে এক অসুস্থ পরিবেশ তৈরী করতে চাইছেন। তাঁর ঘৃণ্য রুচিহীন মন্তব্যের জন্য মাইকিং করে সমগ্র কাশিয়াডাঙ্গা অঞ্চলের অভিভাবকবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে বিদ্যালয়ে একটি সভা ডাকা হয়। সে সভায় সকলে মুসা হাজীর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা প্রকাশ করেন। মহঃ ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস, বিদ্যালয় প্রধান, গোবিন্দপুর উঃ মাঃ বিদ্যালয়।

(এ প্রসঙ্গে আর কোন মতামত প্রকাশ করা হবে না।)

তৃণমূল নেতার হঠকারিতা প্রসঙ্গে

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ সংখ্যার জঙ্গিপুর সংবাদ-এ প্রকাশিত 'তৃণমূল নেতার হঠকারিতায় এলাকা ক্ষুব্ধ' খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জ -২ বিডিও অফিসে ফুড ইন্সপেক্টরের ঘরে উপস্থিত ছিলাম না। আমার বিরুদ্ধে কেচ্ছা রটানোর একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া এটা কিছু না।

চয়ন সিংহরায়, সভাপতি, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

চাষের মালিক যারা তারা গ্রাসের মালিক নয়

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

এতদিনে সুবৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় চাষার মুখে গান বেরিয়েছে। যে ধান আগে রোপণ করিয়াছে, তাতে একরকম পোকা লাগিয়া, আবাদী জমির ক্ষতি হইয়াছে, তবুও যে সব জমিতে চাষ করিয়া বৃষ্টির অপেক্ষা করিতেছিল, আজ বৃষ্টি হওয়ায় তাতে আঁটি আঁটি চারা গাছ রাখিয়া সারি সারি রোপণ করিতেছে আর গান গাইতেছে। পাশের জমিতে এক বৃদ্ধ কৃষক কাজ করিতেছিল। বেলা প্রায় ১টার সময় যখন সকলে মিলে নিজের নিজের পোঁটলা খুলিয়া খাবার খাইতে লাগিল,তখন বৃদ্ধ তাহার কাঁসার বাটিতে বাঁধা ছাতু ভিজাইয়া খাইতে খাইতে অন্যান্য যুবক কৃষকদের সহিত গল্প আরম্ভ করিল। "বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে"। আপৎ কাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই হিতোপদেশের শ্লোক না জানিলেও সকল কৃষকই তাহার কথা মন দিয়া শুনিতেছিলেন। বৃদ্ধ বলিল, ধানে পোকা লেগে ধান নষ্ট হবে এতে আপশোষ করবার কিছু নাই। ধান ঘরে তুলেও পোকার হাতে নিস্তার পাবার উপায় নাই। ঘরের ধানধরা জুলমীরা। এক যুবক চাষা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল - মোড়ল জেঠা, আমরা যাকে ভোট দিয়ে বাহাল করে দিলাম সেও তো কংগ্রেস, তাকে সবাই মেলে ধরলে সে লাট সাহেবকে বলে ধান ধরা ঘুচাতে পারবে না ? দেখ আমি দেখেনি তবে ভাল ভদ্দর লোকের কাছে শুনেছি বিধান ডাক্তোর খুব বড় ডাক্তোর, মরা ভাল করতে পারতো, এখন বাঙলা দেশের পেদ্ধান মন্ত্রী সেই হলেন এ কাজের মূল গায়েন, এরা সব দোহার, সে যা বলবেন, এদের তাই বলতে হবে। এর দলই হলো কংগ্রেস দল। এই দলে লোক বেশী আর এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ারা দলে কম কাজেই, এই দলে যা বলে তাই হয়। আমরা যাকে ভোট দিয়েছি সে তো 'ইলিমে' খুব বিদ্বান্ত নয়, দোহারী করে। মূল গায়েন যা বলে,শুনুক আর নাই শুনুক,বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাই গায়তে হবে। আমরা যখন যোয়ান্তি বয়সের একবার গণেশ পূজায় জমিদার বাড়ীতে কবিওয়ালার গণেশের বন্দনা গাইছে। মূল গায়েন ধরলে –

'পতিতে তারিবে কিহে,
পার্ব্বতী-সুত লম্বোদর।'

গাধা দোহার ধরলো –

'পঁচিশে তারিখে বিয়ে,
পাক দিয়ে সুতা লম্বা কর্।'

তা হ'লে কি হয় ? দলে ভারী যারা জিতবে তারাই। যাকে ভোট দিয়ে আমরা গদীতে বসালাম তাকে উলটা ভোট দিয়ে নামাতে আমরা পারি না জেঠা। ওরে বাবা। আমরা দুর্গা পিতিমে গড়বার খড় বিচালী, মাটি, জোগাড় করে দিই, ছুতোর কাঠামো গড়ে, কুমোর পিতিম গড়ে, রঙ বর্ণক দেয়, মালাকর সাজ করে দেয়। যখন পিতিমে বেদীতে উঠে, পুরুত ঠাকুর অং বং হং সং বলে মন্তর পড়ে, আমরা কেউ সে ঘরে উঠতে পাই না, আবার তার স্বামনে গড় করে বলি আমার খোকাকে সুখে রাখো মা ! বলিস না বাবা, আমাদের হাতে গড়া দুসমন এরা ! এদের কার ভিতরে কি গুণ আছে তা দেশের লোকে অনেক জানে। সে সব শুনলে ঘেন্না লাগে। এদের দেখলে আমাদের গাঁয়ের বোদে মাতালের গান মনে পড়ে। বোদে মদ খেয়ে দুর্গার সামনে গাইতো –

মাগো ! কে জানে তোমার ফন্দী।
(তবু) ভক্তিতে না হোক, ভয়ে ভয়ে
তোমার শ্রীচরণ দুটি বন্দি'।
তুষ পাট দিয়ে সানিলাম মাটি,
তাহাতে গড়ালাম ভগবতী,
তোমার চরণ কমলে, ভ্রমর গুঞ্জরে,
(কিন্তু) ভিতরে খড়ের বুন্দী (বুঁদি)

মোড়ল জেঠা ! তোমরা যখন গরু চরাতে আর স্বদেশী গান গাইতে, সেই গান একটি গাও মোড়ল জেঠা, তোমাকে একটা সিগ্রেট দিচ্ছি। স্বদেশী আমলে দিব্যি খেয়েছি, ও জিনিস খাবো না । তখন ও জিনিস ছিল হিন্দু মুসলমানের হারাম। এখন কংগ্রেসের বাবুদের ও না হলে হয় না। যেতে দে বাবা। বামুন পিসিমা ঠাকরুণ বলে –

পুরাণো 'বিষ্ঠা' হলো মাটি
পুরাণো বেশ্যা হলো সতী।

– জেঠা গাও জেঠা, তোমার ধান আমরা রুয়ে দিব।

– ওই গানটা গাই যাতে আছে – "চাষের মালিক তোরা কেবল গ্রাসের মালিক নয়।"

মোড়ল জেঠা গান ধরলো –

স্বদেশ, স্বদেশ বলিস্ কারে
এদেশ তোদের নয় !
এই যমুনা, গঙ্গা নদী,
এ সব তোদের হতো যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় !
এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা,
তোদের নয় এর একটি ছড়া,
চাষের মালিক তোরা কেবল গ্রাসের মালিক নয়।
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী,
এই যে প্যালেস, এই যে বাড়ী,
এই যে থানা, জেহালখানা, এই বিচারালয় !
লাট, বড় লাট তারাই সবে,
জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, তারাই হবে !
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয় !
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে,
এমন ধারা পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর, শাড়ী কেড়ে লয় !
নপুংসকের গুষ্টি তোরা,
জন্ম অন্ধ, কানা খোঁড়া,
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয়।
ডমন, ডিউ, পর্ত্তুগীজ গোরা,
চুনি, পান্না সোনার মোয়া,
নাইকো তাদের ধরা ছোঁয়া, কে দেয় পরিচয় !
বারণাবত, ইন্দ্রপ্রস্থ,
কৈ তোমাদের সে সমস্ত,
দিল্লী হ'য়ে "ডেল্হি" হলো, আরও বা কি হয় !
অযোধ্যা কৈ ? 'আউধ' সে যে !
দাক্ষিণাত্য 'ডেকান' সেজে
'সিলোনে' গিলেছে লঙ্কা মুক্তা মণিময়।

প্রকাশকাল – ১৩৫৯ সাল

প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর নির্বাচনী এলাকার প্রতিবন্ধীদের সহায়তার উদ্দেশ্যে ৮টি সনাক্তকরণ ক্যাম্প চালু করা হয়েছে। সেখানে প্রতিবন্ধীদের নাম ধাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঐ সব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে হুইল চেয়ার, ট্রায় সাইকেল, শ্রবণযন্ত্র ইত্যাদি আগামী জানুয়ারীতে দেয়া হবে। এ ব্যাপারে ১৩ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের কালীতলা হাই স্কুলে, ১৫ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে, ১৬ অক্টোবর লালগোলা জে. এল. একাডেমীতে, ১৮ অক্টোবর অরঙ্গাবাদ হাই স্কুলে ক্যাম্প খোলা হয় বলে খবর।

লোক নাই তাই চেক জমা হয় না

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৮ মে '১১ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের তালাই এর মোড়ে পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন প্রণব মুখার্জী। সেখানে কর্মী ছিলেন দু'জন – ম্যানেজার এবং ক্যাশিয়ার। বর্তমানে ম্যানেজারীই একমাত্র কর্মী। মাস খানেকের ওপর ক্যাশিয়ারকে ওখান থেকে বদলি করে দেয়া হয়েছে। একজন কর্মীর পাসওয়ার্ডে বাইরের কোন চেক নাকি জমা নেয়া যায় না – তাই কোন চেক জমা নিচ্ছেন না ম্যানেজার।

স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে আবার চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীতে সেকেণ্ডারী স্কুল ইন্সপেক্টরের অফিসে কিছুদিন আগে রাতে দরজার তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা কম্পিউটার ছাড়াও বেশ কিছু জিনিস নিয়ে যায়। এর আগেও একইভাবে ঐ অফিসে চুরি হয় বলে খবর। থানায় যথারীতি অভিযোগ জানানো হলেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

পাত্রী-চাই

আমার একমাত্র পুত্র পঙ্কজ কুমার সাহা। বয়স ২৭ বৎসর। উচ্চতা ৫'৯", স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ এবং প্রাইমারী স্কুল টিচার। এর উপযুক্ত সরকারী চাকুরী করা ৫' এর ঊর্দ্ধে সঃ/অঃসঃ বর্ণের পাত্রী চাই। জঙ্গিপুর মহকুমার মধ্যে হওয়া চাই। যোগাযোগ – ৯৭৩৫৪২০২৫১, পাত্রের পিতা – মিহির কুমার সাহা (সহকারী-শিক্ষক), গোডাউন রোডের নিকটে মধুসূদন-পল্লী, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই অগ্রহায়ণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে
সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
এনেছে ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর
।। বিশেষ উপহার ।।

★ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
★ সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ৯.৫০
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.০০%
★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে
★ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
★ গিফট্ চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
★ অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
★ **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**
এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ☐ দরবেশপাড়া

শক্রঘ্ন সরকার
সম্পাদক

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

আদ্যা মন্দিরে দাতব্য চিকিৎসালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় দক্ষিণেশ্বরের আদ্যাপীঠ সংঘের শাখায় সম্প্রতি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়ের শুভ সূচনা হয়ে গেল। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্থানীয় মানুষ তপন মুখার্জীর আন্তরিক উদ্যোগেই এটা কার্য্যকরী হয় বলে খবর।

পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু (১ম পাতার পর)

বাড়ী ফেরার পথে জাতীয় সড়কের মোরগ্রাম লাগোয়া বেলেপুকুর বাস ষ্টপেজের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ীটি রাস্তার ধারের জল ভর্তি নয়নজলির মধ্যে পড়ে যায়। অন্যরা প্রাণে বেঁচে গেলেও বিশ্বজিৎ ষ্টিয়ারিং ধরা অবস্থায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে মারা যান। এই খবর জঙ্গিপুরে পৌঁছলে মহাবীরতলা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সরস্বতী লাইব্রেরীর সক্রিয় সদস্যর আকস্মিক মৃত্যুতে লাইব্রেরীর ঘোষিত অনুষ্ঠানও বাতিল হয়ে যায়।

আর্থিক সংকটে জঙ্গিপুর হাসপাতালে স্বাস্থ্য (১ম পাতার পর)

প্রাকটিস তারা যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় হাসপাতালের বিভিন্ন দুর্নীতি বন্ধে শহরের কয়েকজন নাগরিক ইতিমধ্যে সুপারের সঙ্গে দেখা করে এর প্রতিকার দাবী করেছেন বলে খবর।

মহেন্দ্র দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোর্ট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিণ্ডিকেট
রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের মোড়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত গদাইপুর ৩নং মৌজা মধ্যে খতিয়ান নং ৪৫৫, দাগ নং ০৮ ও ০৯ রকম আউস পরিমাণ যথাক্রমে ১১৮ শতক এবং ২৭৯ শতক মধ্যে ১৭৯ শতক। দুই দাগে মোট ২৯৭ শতক সম্পত্তির মালিক ও দখলীকার ছিলেন আমাদের পিতা রফিউল্লা সেখ পিতা আনেশ সেখ ওরফে আলিম সেখ। সাং+পোঃ-কানুপুর। আমাদের পিতা প্রায় তিন বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করেন। কিন্তু জনৈক ফিরোজ সেখ পিতা সাহিরুদ্দিন সেখ সাং-খিদিরপুর পোঃ কানুপুর, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ অন্য একজনকে আমার পিতা অর্থাৎ রফিউল্লা সেখ সাজিয়ে গত ইং-৬/৭/১১ তারিখে জঙ্গীপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত IV ২৪৩ নং আম মোক্তারনামা দলিল উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার অধিকার নিজ নামে করাইয়া লইয়াছেন। উক্ত ঘটনা জানাজানি হওয়ায় গত ইং-১২/১০/১১ তারিখে উক্ত আম মোক্তারনামা দলিল উক্ত অফিসস্থিত IV ৩৫৬ নং বাতিলকরণ দলিল সূত্রে বাতিল করাইয়াছেন। ইত্যবসরে কোন ব্যক্তি যদি উপরোক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন তাহা সর্বোতভাবে বাতিলযোগ্য এবং তাহার দায় আমাদের পিতার ওয়ারিশগণের উপর বর্তাইবে না।
এহেসানুল হক, সাং+পোঃ-কানুপুর, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ।

I Supriya Das, D/o Mukul Ranjan Das do hereby declare that I am married to Sanjoy Kumar Adhikary vide affidavit sworn before the instead of Ld. S.D.E.M.(S)at Berhampore, Murshidabad. Henceforth my name would be registered in all the documents as Supriya Adhikary.

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
শারদ শুভেচ্ছাসহ
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।